অষ্টম অধ্যায়

ভরত মহারাজের চরিত্রকথা

ভরত মহারাজ যদিও ভক্তির অত্যন্ত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও একটি হরিণ শিশুর প্রতি আসক্তিবশত তাঁর অধঃপতন হয়। একদিন ভরত মহারাজ গণ্ডকী নদীতে যথাবিধি স্নান করে মন্ত্র জপ করছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, একটি পূর্ণগর্ভা হরিণী নদীতে জল পান করতে এসেছে। সহসা সেই হরিণীটি একটি সিংহের গর্জন শুনে, অত্যন্ত ভয়বিহ্বলা হয়ে প্রাণভয়ে লাফ দিয়ে নদী উল্লঙ্ঘন করল; সেই সময় তার গর্ভপাত হওয়ার ফলে শাবকটি জলে পতিত হল এবং হরিণীটিও তীরে গিয়ে প্রাণত্যাগ করল। মহারাজ ভরত দয়াপরবশ হয়ে, সেই মাতৃহারা অসহায় মৃগ-শিশুটিকে জল থেকে উদ্ধার করে, আশ্রমে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত যত্নে লালন-পালন করতে লাগলেন। তিনি ক্রমশ সেই হরিণ শিশুটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়লেন এবং সর্বদা স্নেহভরে তার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। শাবকটি যখন একটু বড় হল, তখন সে মহারাজ ভরতের নিত্যসঙ্গী, সেবার বস্তু ও চিন্তার বিষয় হল। সেই মৃগের চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, তাঁর মন চঞ্চল হয়েছিল এবং তাঁর ভক্তি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর রাজকীয় ঐশ্বর্য হেলাভরে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হলেও, তিনি সেই মৃগ-শিশুর প্রতি আসক্ত হয়ে যোগ থেকে ভ্রষ্ট হলেন। এক সময় সেই মৃগটিকে দেখতে না পেয়ে, মহারাজ ভরত অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তাকে খুঁজতে শুরু করলেন। এইভাবে মহারাজ ভরত যখন মৃগটির বিরহে কাতর হয়ে তার অন্বেষণ করছিলেন, তখন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃগচিন্তায় মগ্ন থেকে প্রাণত্যাগ করায় তিনি পরজন্মে মৃগত্ব প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি পারমার্থিক মার্গে যথেষ্ট উন্নত ছিলেন, তাই তাঁর পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয়নি। তিনি তাঁর বিকর্ম এবং তার ফলে এই অধঃপতনের জন্য অনুতপ্ত হয়ে, মৃগমাতাকে ত্যাগ করে পুনরায় পুলহ আশ্রমে গিয়েছিলেন। অবশেষে মৃগ-শরীরে তাঁর কর্ম ক্ষয় হয় এবং যথাসময়ে তিনি সেই হরিণের শরীর থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

একদা তু মহানদ্যাং কৃতাভিষেকনৈয়মিকাবশ্যকো ব্রহ্মাক্ষরমভিগৃণানো মুহূর্তত্রয়মুদকান্ত উপবিবেশ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—এক সময়; **তু**—কিন্তু; **মহা-নদ্যাম্**—গণ্ডকী নামক মহানদীতে; **কৃত-অভিষেক-নৈয়মিক-অবশ্যকঃ**—প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে স্নান করার পর; **ব্রহ্ম-অক্ষরম্**—প্রণব মন্ত্র (ওঁ); **অভিগৃণানঃ**—জপ করে; **মুহূর্ত-ত্রয়ম্**—তিন মুহূর্ত; **উদকন্তে**—নদীর তীরে; **উপবিবেশ**—তিনি উপবেশন করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, একদিন মল-মূত্র ত্যাগ আদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে স্নান করার পর, মহারাজ ভরত প্রণব মন্ত্র জপ করতে করতে তিন মুহূর্তকাল গণ্ডকী নদীর তীরে উপবেশন করেছিলেন।

শ্লোক ২

তত্র তদা রাজন্ হরিণী পিপাসয়া জলাশয়াভ্যাশমেকৈবোপজগাম ॥২॥

তত্র—নদীর তীরে; **তদা**—সেই সময়; **রাজন্**—হে রাজন; **হরিণী**—মৃগী; **পিপাসয়া**—পিপাসায় কাতর হয়ে; **জলাশয়-অভ্যাশম্**—নদীর নিকটে; **এক**—এক; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উপজগাম**—উপস্থিত হয়েছিল।

অনুবাদ

হে রাজন্, মহারাজ ভরত যখন নদীর তীরে বসে ছিলেন, তখন পিপাসায় কাতর হয়ে একটি হরিণী সেখানে জলপান করতে এসেছিল।

শ্লোক ৩

তয়া পেপীয়মান উদকে তাবদেবাবিদূরেণ নদতো মৃগপতেরুন্নাদো লোকভয়ঙ্কর উদপতৎ ॥ ৩ ॥

তয়া—সেই হরিণীর দ্বারা; **পেপীয়মানে**—গভীর তৃপ্তির সঙ্গে পানে রত; **উদকে**—জল; **তাবৎ এব**—ঠিক সেই সময়; **অবিদূরেণ**—অতি নিকটে; **নদতঃ**—গর্জন; **মৃগ-পতেঃ**—সিংহের; **উন্নাদঃ**—প্রচণ্ড শব্দ; **লোক-ভয়ঙ্কর**—সমস্ত জীবের কাছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **উদপতৎ**—উদ্‌গত হয়েছিল।

অনুবাদ

হরিণীটি যখন গভীর তৃপ্তি সহকারে জলপান করছিল, তখন অতি নিকটে একটি সিংহ গর্জন করে উঠল। সেই লোক-ভয়ঙ্কর শব্দ হরিণীটির কর্ণে প্রবেশ করল।

শ্লোক ৪

তমুপশ্রুত্য সা মৃগবধূঃ প্রকৃতি বিক্লবা চকিতনিরীক্ষণা সুতরামপিহরিভয়াভিনিবেশব্যগ্রহৃদয়া পারিপ্লবদৃষ্টিরগততৃষা ভয়াৎ সহসৈবোচ্চক্রাম ॥ ৪ ॥

তম্ উপশ্রুত্য—সেই গর্জন শুনে; **সা**—সেই; **মৃগ-বধূঃ**—হরিণী; **প্রকৃতি-বিক্লবা**—স্বভাবতই মৃত্যুভয়ে ভীতা; **চকিত-নিরীক্ষণা**—চঞ্চলনয়না; **সুতরাম্ অপি**—তৎক্ষণাৎ; **হরি**—সিংহের; **ভয়**—ভয়ের; **অভিনিবেশ**—আগমনে; **ব্যগ্র-হৃদয়া**—ব্যাকুলচিত্ত; **পারিপ্লব-দৃষ্টিঃ**—পরিভ্রান্ত নেত্র; **অগত-তৃষা**—অতৃপ্ত তৃষ্ণা; **ভয়াৎ**—ভয়ের ফলে; **সহসা**—হঠাৎ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উচ্চক্রাম**—নদী পার হয়েছিল।

অনুবাদ

হরিণী স্বভাবতই মৃত্যুভয়ে ভীতা এবং তাই সে চকিত নয়নে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করছিল। সেই গর্জন শুনে সে অত্যন্ত ভয়ার্ত হয়েছিল এবং ভয়চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, পিপাসা নিবৃত্তি না হলেও সে লাফ দিয়ে নদী পার হল।

শ্লোক ৫

তস্যা উৎপতন্ত্যা অন্তর্বত্ন্যা উরুভয়াবগলিতো যোনিনির্গতো গর্ভঃ স্রোতসি নিপপাত ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ—তার; **উৎপতন্ত্যাঃ**—বেগে লাফ দেবার ফলে; **অন্তর্বত্ন্যাঃ**—পূর্ণগর্ভা; **উরু-ভয়**—মহাভয়ে; **অবগলিতঃ**—বিচ্যুত হয়ে; **যোনি-নির্গতঃ**—যোনি থেকে নির্গত হয়ে; **গর্ভঃ**—গর্ভস্থ সন্তান; **স্রোতসি**—জলপ্রবাহে; **নিপপাত**—পতিত হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই হরিণীটি পূর্ণ গর্ভবতী ছিল; সুতরাং ভয়ে সে যখন লাফ দিয়েছিল, তখন তার গর্ভস্থ সন্তান যোনিনির্গত হয়ে নদীর প্রবাহে পতিত হল।

তাৎপর্য

গর্ভবতী স্ত্রীর ভয় অথবা অত্যধিক আবেগের ফলে গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই গর্ভবতী স্ত্রীকে সমস্ত বাহ্যপ্রভাব থেকে দূরে রাখা উচিত।

শ্লোক ৬

তৎপ্রসবোৎসর্পণভয়খেদাতুরা স্বগণেন বিযুজ্যমানা কস্যাঞ্চিদ্দর্যাং কৃষ্ণসারসতী নিপপাতাথ চ মমার ॥ ৬ ॥

তৎ-প্রসব—গর্ভপাতের ফলে; **উৎসর্পণ**—লাফ দিয়ে নদী পার হওয়ার ফলে; **ভয়**—ভয়; **খেদ**—ক্লেশ; **আতুরা**—পীড়িতা; **স্ব-গণেন**—মৃগযূথ থেকে; **বিযুজ্যমানা**—বিচ্ছিন্ন হয়ে; **কস্যাঞ্চিৎ**—কোন; **দর্যাম্**—পর্বতের গুহায়; **কৃষ্ণ-সারসতী**—কৃষ্ণসার মৃগী; **নিপপাত**—নিপতিত হয়েছিল; **অথ**—অতএব; **চ**—এবং; **মমার**—মৃত্যু হয়েছিল।

অনুবাদ

যূথ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং গর্ভপাতে ক্লিষ্ট সেই কৃষ্ণসার মৃগবধূ লাফ দিয়ে নদী পার হওয়ার পর ভয়ে অত্যন্ত পীড়িতা হয়ে, একটি গুহায় নিপতিত হওয়া মাত্র দেহত্যাগ করল।

শ্লোক ৭

তং ত্বেণকুণকং কৃপণং স্রোতসানূহ্যমানমভিবীক্ষ্যাপবিদ্ধং বন্ধুরিবানুকম্পয়া রাজর্ষির্ভরত আদায় মৃতমাতরমিত্যাশ্রমপদমনয়ৎ ॥ ৭ ॥

তম্—তা; **তু**—কিন্তু; **এণ-কুণকম্**—হরিণ শাবক; **কৃপণম্**—অসহায়; **স্রোতসা**—জলস্রোতে; **অনূহ্যমানম্**—ভাসতে ভাসতে; **অভিবীক্ষ্য**—দর্শন করে; **অপবিদ্ধম্**—নিজজন থেকে বিচ্ছিন্ন; **বন্ধুঃ ইব**—ঠিক বন্ধুর মতো; **অনুকম্পয়া**—করুণাবশত; **রাজর্ষিঃ ভরতঃ**—রাজর্ষি মহারাজ ভরত; **আদায়**—গ্রহণ করে; **মৃত-মাতরম্**—

মাতৃহারা; **ইতি**—এইভাবে বিচার করে; **আশ্রম-পদম্**—আশ্রমে; **অনয়ৎ**—নিয়ে এসেছিলেন।

অনুবাদ

রাজর্ষি ভরত নদীর তীরে বসে, সেই মাতৃহারা হরিণ-শিশুটিকে নদীর জলে ভেসে যেতে দেখলেন। তা দেখে তাঁর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হল। তিনি বন্ধুর মতো সেই মৃগ-শিশুটিকে স্রোত থেকে তুলে এনে, তাকে মাতৃহারা জেনে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতির নিয়ম যে কি সূক্ষ্মভাবে কাজ করে তা আমাদের অজ্ঞাত। মহারাজ ভরত ছিলেন একজন মহান রাজা এবং অতি উচ্চ স্তরের ভক্ত। তিনি প্রায় ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই স্তর থেকেও তিনি জড়-জাগতিক স্তরে অধঃপতিত হয়েছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* তাই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥

"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন, যিনি সুখ এবং দুঃখ উভয় অবস্থাতেই অবিচলিত থাকেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের যোগ্য।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১৫)

ভববন্ধন থেকে মুক্তি লাভের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত, কারণ একটি ছোট ভুলের ফলে পুনরায় ভববন্ধনে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মহারাজ ভরতের চরিত্র অধ্যয়ন করে, আমরা সমস্ত জড়-জাগতিক আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে পারি। পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখতে পাব, কিভাবে হরিণ-শিশুটির প্রতি অত্যধিক মমতার ফলে ভরত মহারাজকে মৃগ শরীর প্রাপ্ত হতে হয়েছিল। আমাদের কর্তব্য অন্য সকলের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে তাদের জড় স্তর থেকে চিন্ময় স্তরে উন্নীত করা; তা না হলে আমরা মমতার বন্ধনে জড়িয়ে চিন্ময় স্তর থেকে জড় স্তরে অধঃপতিত হতে পারি। হরিণ-শিশুটির প্রতি মহারাজ ভরতের মমতাই ছিল তাঁর অধঃপতনের সূত্রপাত।

শ্লোক ৮

তস্য হ বা এণকুণক উচ্চৈরেতস্মিন্ কৃতনিজাভিমানস্যাহরহস্তৎপোষণ-পালনলালনপ্রীণনানুধ্যানেনাত্মনিয়মাঃ সহযমাঃ পুরুষপরিচর্যাদয় একৈকশঃ কতিপয়েনাহর্গণেন বিযুজ্যমানাঃ কিল সর্ব এবোদবসন্ ॥৮॥

তস্য—রাজার; **হ বা**—বস্তুতপক্ষে; **এণ-কুণকে**—হরিণ-শিশুর প্রতি; **উচ্চৈঃ**—অত্যন্ত; **এতস্মিন্**—এতে; **কৃত-নিজ-অভিমানস্য**—যিনি হরিণ-শিশুটিকে পুত্রবৎ গ্রহণ করেছিলেন; **অহঃ-অহঃ**—প্রতিদিন; **তৎ-পোষণ**—সেই হরিণ-শিশুটিকে পালন-পোষণ করে; **পালন**—ভয় থেকে রক্ষা করে; **লালন**—চুম্বন ইত্যাদির দ্বারা প্রীতি প্রদর্শন করে অথবা লালন করে; **প্রীণন**—আদর করে; **অনুধ্যানেন**—এই প্রকার আসক্তির দ্বারা; **আত্ম-নিয়মাঃ**—স্নান আদি দেহ ধারণের নিয়ম; **সহ-যমাঃ**—অহিংসা, সহনশীলতা, সরলতা আদি আধ্যাত্মিক কর্তব্য; **পুরুষ-পরিচর্যা-আদয়ঃ**—ভগবানের সেবা আদি অন্যান্য কর্তব্য; **এক-একশঃ**—প্রতিদিন; **কতিপয়েন**—কেবল অল্প কয়েকটি; **অহঃ-গণেন**—দিন; **বিযুজ্যমানাঃ**—পরিত্যাগ করে; **কিল**—বাস্তবিকপক্ষে; **সর্বে**—সমস্ত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উদবসন্**—নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

অনুবাদ

ধীরে ধীরে মহারাজ ভরত সেই মৃগটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তৃণ আদি দ্বারা পোষণ, বাঘ এবং অন্যান্য হিংস্র প্রাণিদের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা, কণ্ডূয়ন আদির দ্বারা প্রীতি সম্পাদন, চুম্বন আদির দ্বারা লালন প্রভৃতির দ্বারা তিনি তাকে গভীর স্নেহে লালন-পালন করতে লাগলেন। এইভাবে হরিণ শিশুটির প্রতি আসক্ত হয়ে, মহারাজ ভরত তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের কর্তব্য কর্মগুলি বিস্মৃত হয়েছিলেন, এবং ধীরে ধীরে তিনি ভগবানের আরাধনা থেকেও ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর পারমার্থিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই দৃষ্টান্তটি থেকে আমরা বুঝতে পারি বিধি-নিষেধগুলি পালন করে এবং নিয়মিতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে, আধ্যাত্মিক কর্তব্য সম্পাদন করার ব্যাপারে আমাদের কত সতর্ক থাকা উচিত। আমরা যদি তাতে অবহেলা করি, তাহলে অবশেষে আমাদের অধঃপতন হবে। আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করা, স্নান করা, মঙ্গল আরতিতে যোগদান করা, ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা এবং আচার্য ও শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করা। এই পন্থা থেকে যদি আমরা বিচ্যুত হই, তাহলে আমরা যতই উন্নত স্তরের ভক্ত হই না কেন, আমাদের অধঃপতন হতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫) উল্লেখ করা হয়েছে—

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥

"যজ্ঞ, দান এবং তপশ্চর্যা কখনই পরিত্যাগ করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ, দান এবং তপশ্চর্যা মহাত্মাদেরও পবিত্র করে।" সন্ন্যাসীদেরও এই সমস্ত বিধিবিধানগুলি পরিত্যাগ করা উচিত নয়। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তাঁর সময় এবং জীবন উৎসর্গ করা। বিধিনিষেধ এবং তপশ্চর্যার অনুশীলন করতে থাকা উচিত। এই সমস্ত কর্তব্যগুলি কখনই ত্যাজ্য নয়। সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করা হয়েছে বলে নিজেকে অত্যন্ত উন্নত বলে মনে করা উচিত নয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য ভরত মহারাজের চরিত্র অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অধ্যয়ন করা উচিত।

শ্লোক ৯

অহো বতায়ং হরিণকুণকঃ কৃপণ ঈশ্বররথচরণপরিভ্রমণরয়েণ স্বগণসুহৃদ্বন্ধুভ্যঃ পরিবর্জিতঃ শরণং চ মোপসাদিতো মামেব মাতাপিতরৌ ভ্রাতৃজ্ঞাতীন্ যৌথিকাংশ্চৈবোপেয়ায় নান্যং কঞ্চন বেদ ময্যতিবিস্রব্ধশ্চাত এব ময়া মৎপরায়ণস্য পোষণপালনপ্রীণনলালন-মনসূয়ুনানুষ্ঠেয়ং শরণ্যোপেক্ষাদোষবিদুষা ॥ ৯ ॥

অহো বত—আহা; **অয়ম্**—এই; **হরিণ-কুণকঃ**—হরিণ-শিশু; **কৃপণঃ**—অসহায়; **ঈশ্বর-রথ-চরণ-পরিভ্রমণ-রয়েণ**—ভগবানের কালরূপ রথচক্রের পরিভ্রমণের বেগে; **স্ব-গণ**—স্বজন; **সুহৃৎ**—অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু; **বন্ধুভ্যঃ**—আত্মীয়-স্বজন; **পরি-বর্জিতঃ**—বঞ্চিত হয়ে; **শরণম্**—আশ্রয়রূপে; **চ**—এবং; **মা**—আমাকে; **উপসাদিতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছে; **মাম্**—আমাকে; **এব**—কেবল; **মাতা-পিতরৌ**—পিতা এবং মাতা; **ভ্রাতৃ-জ্ঞাতীন্**—ভ্রাতা এবং আত্মীয়-স্বজন; **যৌথিকান্**—যূথের অন্তর্গত; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উপেয়ায়**—প্রাপ্ত হয়ে; **ন**—না; **অন্যম্**—অন্য কেউ; **কঞ্চন**—কোন ব্যক্তি; **বেদ**—জানে; **ময়ি**—আমাতে; **অতি**—অত্যন্ত; **বিস্রব্ধঃ**—শ্রদ্ধাপরায়ণ; **চ**—এবং; **অতঃএব**—অতএব; **ময়া**—আমার দ্বারা; **মৎ-পরায়ণস্য**—আমার প্রতি এইভাবে নির্ভরশীল; **পোষণ-পালন-প্রীণন-লালনম্**—লালন, পালন, আদর এবং রক্ষা করা; **অনসূয়ুনা**—মাৎসর্য রহিত; **অনুষ্ঠেয়ম্**—অনুষ্ঠান করা কর্তব্য; **শরণ্য**—শরণাগত; **উপেক্ষা**—উপেক্ষার; **দোষ-বিদুষা**—ত্রুটি সম্বন্ধে অবগত।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত মনে মনে চিন্তা করতেন—আহা, এই অসহায় হরিণ শিশুটি ভগবানের কালরূপ চক্রের পরিভ্রমণের বেগে স্বজন, সুহৃদ ও বন্ধুদের থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাকেই আশ্রয় রূপে প্রাপ্ত হয়েছে। সে আমাকেই তার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় ও সহচর বলে মনে করছে। আমার প্রতি এর পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমাকে ছাড়া এ আর অন্য কাউকে জানে না। অতএব, এর প্রতি মাৎসর্য পরায়ণ হয়ে আমার মনে করা উচিত নয় যে, এর জন্য আমার স্বার্থহানি হবে। এর লালন, পালন, পোষণ এবং তোষণ করা আমার অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু এ আমার শরণাগত হয়েছে, তাই আমি কিভাবে তাকে অবহেলা করতে পারি? যদিও এই হরিণটির জন্য আমার পারমার্থিক কর্তব্য ব্যাহত হচ্ছে, তবুও শরণাগতের অবহেলা করা তো উচিত নয়। তাহলে সেটি মস্ত বড় অন্যায় হবে।

তাৎপর্য

কেউ যখন চিন্ময় চেতনায় বা কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট জীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল হন। তিনি স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু, কেউ যদি বদ্ধ জীবদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বিচার না করে কেবল দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রতিই সহানুভূতিশীল হন, যেমনটি ভরত মহারাজের ক্ষেত্রে হয়েছিল, তাহলে সেই সহানুভূতি বা করুণা তার অধঃপতনের কারণ হবে। কেউ যদি দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধ জীবদের প্রতি প্রকৃতই সহানুভূতিশীল হন, তাহলে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে তাদের জড় চেতনা থেকে চিন্ময় চেতনায় উন্নীত করার চেষ্টা করা। ভরত মহারাজ সেই হরিণটির প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর পক্ষে সেই হরিণটিকে আধ্যাত্মিক চেতনার স্তরে উন্নীত করা অসম্ভব ছিল, কারণ সেটি ছিল একটি পশু। একটি পশুকে লালন-পালন করার জন্য তাঁর আধ্যাত্মিক কর্তব্য পরিত্যাগ করা মহারাজ ভরতের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়েছিল। *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসরণ করা উচিত—*যং হি ন ব্যথয়ন্তেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ* । জড় শরীরটির ব্যাপারে কারও জন্যই কোনকিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু, আমরা যদি আধ্যাত্মিক মার্গের বিধিবিধানগুলি অনুসরণ করি, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমরা অন্যদেরও চিন্ময় চেতনায় উন্নীত করতে পারি। কিন্তু আমাদের পারমার্থিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে আমরা যদি অন্যদের দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়েই কেবল আগ্রহী হই, তাহলে আমরা একটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পতিত হব।

শ্লোক ১০

নূনং হ্যার্যাঃ সাধব উপশমশীলাঃ কৃপণসুহৃদ এবংবিধার্থে স্বার্থানপি গুরুতরানুপেক্ষন্তে ॥ ১০ ॥

নূনম্—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **আর্যাঃ**—অত্যন্ত মার্জিত চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **উপশম-শীলাঃ**—সর্বত্যাগী হওয়া সত্ত্বেও; **কৃপণ-সুহৃদঃ**—অসহায় ব্যক্তিদের বন্ধু; **এবং-বিধ-অর্থে**—এই প্রকার নিয়ম পালন করার জন্য; **স্ব-অর্থান্ অপি**—নিজের স্বার্থকেও; **গুরু-তরান্**—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; **উপেক্ষন্তে**—উপেক্ষা করেন।

অনুবাদ

ত্যাগের আশ্রম অবলম্বন করা সত্ত্বেও, মহান ব্যক্তি অবশ্যই দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত করুণা অনুভব করেন। নিশ্চয়ই এই প্রকার শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য নিজের গুরুতর স্বার্থও উপেক্ষা করা উচিত।

তাৎপর্য

মায়া অত্যন্ত প্রবল। লোকহিতৈষণা, পরার্থবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদির নামে মানুষ সারা পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষদের প্রতি করুণা অনুভব করে। লোকহিতৈষী এবং পরার্থবাদীরা বুঝতে পারে না যে, মানুষের জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা অসম্ভব। মানুষের জড়-জাগতিক অবস্থা তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে দৈবের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট জীবদের যে একটিমাত্র কল্যাণ সাধন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব, তা হচ্ছে তাদের চিন্ময় চেতনার স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করা। জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি সাধন করা যায় না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/১৮) বলা হয়েছে, *তল্লভ্যতে দুঃখবদ্ অন্যতঃ সুখম্*—"বিনা চেষ্টায় যেমন দুঃখ আপনা থেকেই আসে, তেমনই জড় সুখভোগ আপনা থেকেই আসবে।" জড়-জাগতিক সুখ এবং দুঃখ বিনা চেষ্টাতেই আসে। তাই জড়-জাগতিক কার্যকলাপের জন্য বিব্রত হওয়া উচিত নয়। কেউ যদি অন্যদের প্রতি সত্যই সহানুভূতিশীল হন অথবা তাদের মঙ্গল সাধনে সক্ষম হন, তাহলে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে তাদের কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করা। এইভাবে ভগবানের কৃপায় সকলেরই পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হবে। আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভরত মহারাজ এইভাবে আচরণ করেছেন।

তথাকথিত যে সমস্ত লোকহিতকর কার্য কেবল দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাতে আমরা পথভ্রষ্ট না হই, সেই জন্য সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। কোন মতেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। মানুষ সেই কথা জানে না অথবা তারা তা ভুলে গেছে। তাই তারা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভ করার কথা ভুলে গিয়ে, কেবল দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করার জন্য লোকহিতকর কার্যে যুক্ত হয়।

শ্লোক ১১

ইতি কৃতানুষঙ্গ আসনশয়নাটনস্নানাশনাদিষু সহ মৃগজহ্বনা স্নেহানুবদ্ধহৃদয় আসীৎ ॥ ১১ ॥

ইতি—এইভাবে; **কৃত-অনুষঙ্গঃ**—অত্যন্ত আসক্ত হয়ে; **আসন**—উপবেশন; **শয়ন**—শয়ন; **অটন**—ভ্রমণ; **স্নান**—স্নান; **অশনাদিষু**—ভোজন ইত্যাদি করার সময়; **সহ মৃগ-জহ্বনা**—মৃগ-শিশুটির সঙ্গে; **স্নেহ-অনুবদ্ধ**—স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে; **হৃদয়ঃ**—তাঁর হৃদয়; **আসীৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই হরিণ-শিশুটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে, মহারাজ ভরত তার সঙ্গে উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান, এমনকি আহার পর্যন্ত করতেন। এইভাবে হরিণ-শিশুটির প্রেমে তাঁর হৃদয় আবদ্ধ হয়েছিল।

শ্লোক ১২

কুশকুসুমসমিৎপলাশফলমূলোদকান্যাহরিষ্যমাণো বৃকসালাবৃকাদিভ্যো ভয়মাশংসমানো যদা সহ হরিণকুণকেন বনং সমাবিশতি ॥ ১২ ॥

কুশ—কুশ ঘাস; **কুসুম**—ফুল; **সমিৎ**—আগুন জ্বালাবার কাঠ; **পলাশ**—পত্র; **ফল-মূল**—ফল এবং মূল; **উদকানি**—এবং জল; **আহরিষ্যমাণঃ**—সংগ্রহ করার বাসনায়; **বৃকসালা-বৃক**—নেকড়ে বাঘ এবং কুকুরদের থেকে; **আদিভ্যঃ**—এবং ব্যাঘ্র আদি অন্যান্য পশুদের; **ভয়ম্**—ভয়; **আশংসমানঃ**—শঙ্কিত; **যদা**—যখন; **সহ**—সঙ্গে; **হরিণ-কুণকেন**—হরিণ-শিশু; **বনম্**—বন; **সমাবিশতি**—প্রবেশ করতেন।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত যখন কুশ, কুসুম, সমিৎ, পত্র, ফল, মূল এবং জল সংগ্রহ করার জন্য বনে যেতেন, তখন পাছে শৃগাল, কুকুর, ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তু এসে মৃগ-শিশুটির প্রাণ বিনাশ করে, এই আশঙ্কায় তিনি সেই হরিণ-শিশুটিকে সঙ্গে করেই বনে প্রবেশ করতেন।

তাৎপর্য

সেই হরিণটির প্রতি মহারাজ ভরতের স্নেহ যে কিভাবে বর্ধিত হয়েছিল তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ভরত মহারাজের মতো মহাত্মা, যিনি ভগবানের প্রতি ভাবভক্তি লাভ করেছিলেন, তিনিও একটি পশুর প্রতি স্নেহের বশে তাঁর অতি উচ্চ চিন্ময় স্তর থেকে অধঃপতিত হয়েছিলেন। তার ফলে, তাঁকে তাঁর পরবর্তী জীবনে একটি হরিণের দেহ ধারণ করতে হয়েছিল। মহারাজ ভরতের যদি এই অবস্থা হতে পারে, তাহলে আধ্যাত্মিক জীবনে অনুন্নত যে সমস্ত ব্যক্তি তাদের কুকুর-বেড়ালদের প্রতি আসক্ত, তাদের আর কি কথা? কুকুর-বেড়ালদের প্রতি তাদের আসক্তির ফলে, পরবর্তী জীবনে তাদের সেই প্রকার পশু-শরীর ধারণ করতে হবে। তাই পশুপক্ষী ইত্যাদির প্রতি আসক্তি বর্জন করে, ভগবানের প্রতি প্রীতি পরায়ণ হয়ে তাঁর প্রতি আসক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ভগবানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা যদি বর্ধিত না হয়, তাহলে আমরা অন্য সমস্ত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হব। সেটিই আমাদের জড় বন্ধনের কারণ।

শ্লোক ১৩

পথিষু চ মুগ্ধভাবেন তত্র তত্র বিষক্তমতিপ্রণয়ভরহৃদয়ঃ কার্পণ্যাৎ স্কন্ধেনোদ্বহতি এবমুৎসঙ্গ উরসি চাধায়োপলালয়ন্ মুদং পরমামবাপ ॥ ১৩ ॥

পথিষু—বনপথে; **চ**—ও; **মুগ্ধ-ভাবেন**—হরিণ-শাবকের শিশুসুলভ আচরণে; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **বিষক্ত-মতি**—আকৃষ্ট চিত্ত; **প্রণয়**—প্রেম সহকারে; **ভর**—পূর্ণ; **হৃদয়ঃ**—যাঁর হৃদয়; **কার্পণ্যাৎ**—স্নেহ এবং প্রেমবশত; **স্কন্ধেন**—স্কন্ধে; **উদ্বহতি**—বহন করতেন; **এবম্**—এইভাবে; **উৎসঙ্গে**—কখনও কোলে নিয়ে; **উরসি**—শয়নকালে বক্ষে ধারণ করে; **চ**—ও; **আধায়**—স্থাপন করে; **উপলালয়ন্**—লালন করতে করতে; **মুদম্**—আনন্দ; **পরমাম্**—অত্যন্ত; **অবাপ**—তিনি অনুভব করতেন।

অনুবাদ

বনে প্রবেশ করে সেই হরিণ-শাবকের শিশুসুলভ আচরণে মহারাজ ভরত অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে স্নেহবিহ্বল হয়ে পড়তেন। তিনি কখনও সেই হরিণ-শিশুটিকে স্কন্ধে বহন করতেন, কখনও কোলে স্থাপন করতেন, এবং যখন শয়ন করতেন, তখন ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর বক্ষে স্থাপন করতেন। এইভাবে সেই পশুটিকে আদরের সঙ্গে লালন করতে করতে তিনি পরম আনন্দ লাভ করতেন।

তাৎপর্য

মহারাজ ভরত তাঁর গৃহ, পত্নী, সন্তান-সন্ততি, রাজ্য আদি সবকিছু ত্যাগ করে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য বনে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এক তুচ্ছ হরিণ-শাবকের স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুনরায় মায়ার শিকার হয়েছিলেন। তাহলে তাঁর পরিবার পরিজনদের পরিত্যাগ করার কি প্রয়োজন ছিল? যারা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে চান, তাঁদের শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি আসক্ত না হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। কখনও কখনও প্রচার করার জন্য আমাদের অনেক জড়-জাগতিক কার্য করতে হয়, কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের জন্য। আমরা যদি সেই কথা মনে রাখি, তাহলে আর মায়ার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ১৪

ক্রিয়ায়াং নির্বর্ত্যমানায়ামন্তরালেঽপ্যুত্থায়োত্থায় যদৈনমভিচক্ষীত তর্হি বাব স বর্ষপতিঃ প্রকৃতিস্থেন মনসা তস্মা আশিষ আশাস্তে স্বস্তি স্তাদ্বৎস তে সর্বত ইতি ॥ ১৪ ॥

ক্রিয়ায়াম্—ভগবানের আরাধনা অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান; **নির্বর্ত্যমানায়াম্**—সমাপ্ত না করেই; **অন্তরালে**—মধ্যে মধ্যে; **অপি**—যদিও; **উত্থায় উত্থায়**—বারবার উঠে; **যদা**—যখন; **এনম্**—হরিণ-শাবক; **অভিচক্ষীত**—দেখতেন; **তর্হি বাব**—সেই সময়; **সঃ**—তিনি; **বর্ষ-পতিঃ**—মহারাজ ভরত; **প্রকৃতি-স্থেন**—সুখী; **মনসা**—মনে; **তস্মৈ**—তাকে; **আশিষঃ আশাস্তে**—আশীর্বাদ করতেন; **স্বস্তি**—সর্বপ্রকার মঙ্গল; **স্তাৎ**—হোক; **বৎস**—হে বৎস; **তে**—তোমার; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত যখন ভগবানের পূজা করতেন অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম অনুষ্ঠান করতেন, তখন সেই ক্রিয়া সমাপ্ত না হতেই তিনি মাঝে মাঝে উঠে সেই হরিণ-শিশুটি কোথায় গেছে তা দেখতেন। যখন তিনি দেখতেন যে হরিণ-শিশুটি ভালভাবেই রয়েছে, তখন তাঁর মন এবং হৃদয় অত্যন্ত উৎফুল্ল হত, এবং তিনি সেই হরিণ-শাবকটিকে আশীর্বাদ করে বলতেন, "হে বৎস, তোমার সর্বপ্রকার মঙ্গল হোক।"

তাৎপর্য

সেই হরিণ-শাবকটির প্রতি তাঁর আসক্তি এতই প্রবল হয়েছিল যে, ভরত মহারাজ ভগবানের সেবাপূজায় আর তাঁর মনকে একাগ্র করতে পারছিলেন না এবং তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মও অনুষ্ঠান করতে পারছিলেন না। যখন তিনি ভগবানের পূজা করতেন, তখন সেই হরিণ-শাবকটির প্রতি অত্যধিক স্নেহে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠত। যখন তিনি ধ্যান করার চেষ্টা করতেন, তখন তাঁর হরিণ-শিশুটির কথাই মনে পড়ত। অর্থাৎ, পূজা করার সময় মন যদি বিচলিত থাকে, তাহলে কেবল লোকদেখানো পূজার ফলে কোন লাভ হয় না। ভরত মহারাজ যে পূজা করার সময় বারবার উঠে গিয়ে হরিণ-শিশুটি কোথায় গেছে তা দেখতে যেতেন, তা থেকেই বোঝা যায় যে, চিন্ময় স্তর থেকে তাঁর অধঃপতন হয়েছিল।

শ্লোক ১৫

অন্যদা ভৃশমুদ্বিগ্নমনা নষ্টদ্রবিণ ইব কৃপণঃ সকরুণমতিতর্ষেণ হরিণকুণক বিরহবিহ্বলহৃদয়সন্তাপস্তমেবানুশোচন্ কিল কশ্মলং মহদভিরম্ভিত ইতি হোবাচ ॥ ১৫ ॥

অন্যদা—কখনও কখনও (হরিণ-শাবকটিকে দেখতে না পেয়ে); **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **উদ্বিগ্ন-মনাঃ**—উৎকণ্ঠাপূর্ণ চিত্ত; **নষ্ট-দ্রবিণঃ**—যে তার ধনসম্পদ হারিয়ে ফেলেছে; **ইব**—সদৃশ; **কৃপণঃ**—কৃপণ; **স-করুণম্**—অত্যন্ত করুণভাবে; **অতি-তর্ষেণ**—অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে; **হরিণ-কুণক**—হরিণ-শিশুটি থেকে; **বিরহ**—বিরহে; **বিহ্বল**—ব্যাকুল; **হৃদয়**—মনে অথবা হৃদয়ে; **সন্তাপঃ**—শোক; **তম্**—সেই হরিণ-শাবক; **এব**—কেবল; **অনুশোচন্**—নিরন্তর তার কথা চিন্তা করে; **কিল**—নিশ্চিতভাবে;

কশ্মলম্—মোহ; **মহৎ**—অত্যন্ত; **অভিরম্ভিতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **উবাচ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

ভরত মহারাজ যদি কখনও সেই হরিণটিকে না দেখতে পেতেন, তখন তাঁর মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠত। কৃপণ ব্যক্তি যেমন ধন লাভ করার পর সেই ধন হারিয়ে ফেললে অত্যন্ত দুঃখিত হয়, তেমনই ভরত মহারাজ সেই হরিণ-শাবকটির অদর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে শোক করতেন। এইভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি তার ধন হারিয়ে ফেলে, তাহলে সে অত্যন্ত বিচলিত হয়। তেমনই হরিণটিকে দেখতে না পেয়ে মহারাজ ভরতের মন বিচলিত হত। কিভাবে যে আমাদের আসক্তির পরিবর্তন হয়, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত। ভগবানের সেবায় যদি আমাদের আসক্তি হয়, তাহলে আমাদের প্রগতি হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, যুবক-যুবতীরা যেমন স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তিনি যেন সেইভাবে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে অথবা রাত্রে বিরহে ক্রন্দন করে ভগবানের প্রতি সেই প্রকার আসক্তি প্রদর্শন করছিলেন। কিন্তু, ভগবানের পরিবর্তে যদি আমরা জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত হই, তাহলে চিন্ময় স্তর থেকে আমাদের অধঃপতন হবে।

শ্লোক ১৬

অপি বত স বৈ কৃপণ এণবালকো মৃতহরিণীসুতোঽহো মমানার্যস্য শঠকিরাতমতেরকৃতসুকৃতস্য কৃতবিস্রম্ভ আত্মপ্রত্যয়েন তদবিগণয়ন্ সুজন ইবাগমিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

অপি—প্রকৃতপক্ষে; **বত**—আহা; **সঃ**—সেই হরিণ-শাবকটি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **কৃপণঃ**—কাতর; **এণ-বালকঃ**—হরিণ-শিশুটি; **মৃত-হরিণী-সুতঃ**—মৃত হরিণীর শাবক; **অহো**—আহা; **মম**—আমার; **অনার্যস্য**—অত্যন্ত অভদ্র; **শঠ**—প্রবঞ্চক; **কিরাত**—ব্যাধের; **মতেঃ**—যার মতি; **অকৃত-সুকৃতস্য**—পুণ্যহীন; **কৃত-বিস্রম্ভঃ**—পূর্ণরূপে

বিশ্বাস করে; **আত্ম-প্রত্যয়েন**—আমাকে নিজের মতো মনে করে; **তৎ অবিগণয়ন্**—এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তা না করে; **সু-জনঃ ইব**—অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তির মতো; **অগমিষ্যতি**—সে কি আবার ফিরে আসবে।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত মনে করতেন—আহা, এই মৃগটি এখন অসহায়। আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা এবং আমার মন চতুর ব্যাধের মতো সর্বদা প্রবঞ্চনা এবং নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ। সজ্জন ব্যক্তি যেমন ধূর্ত বন্ধুর দুর্ব্যবহারের কথা ভুলে গিয়ে তাকে বিশ্বাস করে, ঠিক সেইভাবে এই হরিণটি আমার উপর তার বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি এইভাবে অবিশ্বাসীর মতো আচরণ করলেও সে কি পুনরায় আমার কাছে ফিরে আসবে এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে?

তাৎপর্য

ভরত মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত উন্নত চরিত্রসম্পন্ন এবং মহান, তাই হরিণটির অদর্শনে তিনি মনে করতেন যে, তিনি তাঁর শরণাগতকে রক্ষা করতে অক্ষম। সেই পশুটির প্রতি তাঁর আসক্তির ফলে তিনি মনে করতেন যে, সেই পশুটিও তাঁরই মতো উন্নত চরিত্র এবং মহান। *আত্মবন্মন্যতে জগৎ* এই ন্যায় অনুসারে, মানুষ নিজে যেমন, অন্যদেরও ঠিক সেই রকমই বলে সে মনে করে। তাই মহারাজ ভরত মনে করতেন যে, তিনি হরিণটির অবহেলা করেছেন বলে সে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু সে অত্যন্ত মহান বলে আবার ফিরে আসবে।

শ্লোক ১৭

অপি ক্ষেমেণাস্মিন্নাশ্রমোপবনে শষ্পাণি চরন্তং দেবগুপ্তং দ্রক্ষ্যামি ॥১৭॥

অপি—হয়তো; **ক্ষেমেণ**—ব্যাঘ্র আদি হিংস্র প্রাণীর অনুপস্থিতির ফলে নির্ভয়; **অস্মিন্**—এই; **আশ্রম-উপবনে**—আশ্রমের সমীপবর্তী উদ্যানে; **শষ্পাণি চরন্তম্**—কোমল তৃণ ভক্ষণ করতে করতে; **দেব-গুপ্তম্**—দেবতাদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে; **দ্রক্ষ্যামি**—আমি কি দেখতে পাব।

অনুবাদ

আহা! আমি কি আবার দেখতে পাব যে, এই পশুটি দেবতা কর্তৃক সুরক্ষিত হয়ে এবং ব্যাঘ্র আদি হিংস্র প্রাণীর অনুপস্থিতিতে নির্ভয়ে কোমল তৃণ ভক্ষণ করতে করতে এই আশ্রমের উপবনে চরে বেড়াচ্ছে?

তাৎপর্য

মহারাজ ভরত মনে করেছিলেন যে, হরিণটি তাঁর অক্ষমতায় নিরাশ হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে কোনও দেবতার দ্বারা রক্ষিত হওয়ার জন্য তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ঐকান্তিকভাবে দেখতে চেয়েছিলেন যে, সে ব্যাঘ্র আদি হিংস্র পশুর ভয়ে ভীত না হয়ে, তাঁর আশ্রমে কোমল তৃণ আহার করতে করতে আবার বিচরণ করছে। মহারাজ ভরতের একমাত্র চিন্তা ছিল কিভাবে সমস্ত বিপদ থেকে সেই হরিণটিকে রক্ষা করা যায়। জাগতিক বিচারে এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় আচরণ হতে পারে, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে এইভাবে অনর্থক একটি পশুর প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে, ভরত মহারাজ তাঁর উন্নত চিন্ময় স্তর থেকে অধঃপতিত হয়েছিলেন। এইভাবে অধঃপতিত হওয়ার ফলে, তাঁকে একটি পশু-শরীর ধারণ করতে হয়েছিল।

শ্লোক ১৮

অপি চ ন বৃকঃ সালাবৃকোঽন্যতমো বা নৈকচর একচরো বা ভক্ষয়তি ॥ ১৮ ॥

অপি চ—অথবা; **ন**—না; **বৃকঃ**—নেকড়ে; **সালা-বৃকঃ**—কুকুর; **অন্যতমঃ**—অনেকের মধ্যে যে কোন একটি; **বা**—অথবা; **ন-এক-চরঃ**—যূথচর শূকরাদি; **এক-চরঃ**—ব্যাঘ্র আদি পশু যারা একা বিচরণ করে; **বা**—অথবা; **ভক্ষয়তি**—(সেই অসহায় পশুটিকে) আহার করছে।

অনুবাদ

কি জানি, কোন নেকড়ে অথবা কুকুর অথবা যূথচর শূকর আদি অথবা কোন একচর ব্যাঘ্র তাকে ভক্ষণ করেনি তো?

তাৎপর্য

বাঘ কখনও জঙ্গলে দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে না। প্রত্যেক বাঘ একলা বিচরণ করে, কিন্তু বন্য শূকরেরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে। তেমনই নেকড়ে, কুকুর আদি পশুরাও একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে থাকে। তাই মহারাজ ভরত মনে করেছিলেন যে, বনের কোনও হিংস্র পশু হয়তো হরিণটিকে হত্যা করেছে।

শ্লোক ১৯

নিম্লোচতি হ ভগবান্ সকলজগৎক্ষেমোদয়স্ত্রয্যাত্মাদ্যাপি মম ন মৃগবধূন্যাস আগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

নিম্লোচতি—অস্ত যায়; **হ**—আহা; **ভগবান্**—সূর্যরূপে ভগবান; **সকল-জগৎ**—সমগ্র বিশ্ব; **ক্ষেম-উদয়ঃ**—মঙ্গলের উদয়; **ত্রয়ী-আত্মা**—তিন বেদ যাঁর আত্মাস্বরূপ; **অদ্য-অপি**—এখনও পর্যন্ত; **মম**—আমার; **ন**—না; **মৃগ-বধূ-ন্যাসঃ**—মৃগবধূ যাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে; **আগচ্ছতি**—ফিরে এসেছে।

অনুবাদ

হায়, যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন সমগ্র জগতের মঙ্গলোদয় হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেবল আমারই মঙ্গলোদয় হল না। সূর্যদেব মূর্তিমান বেদস্বরূপ, কিন্তু আমি বেদোক্ত সমস্ত দয়া ধর্ম থেকে বঞ্চিত। সূর্যদেব এখন অস্তাচলে গমন করছেন, কিন্তু মাতৃহারা হয়ে যে অসহায় পশুটি আমাকে বিশ্বাস করেছিল, সে এখনও ফিরে এল না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) সূর্যকে ভগবানের চক্ষু বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন গায়ত্রী আদি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। সূর্য ভগবানের চক্ষুর প্রতীক। মহারাজ ভরত অনুতাপ করেছেন যে, সূর্য অস্তগামী হওয়া সত্ত্বেও সেই অসহায় পশুটি ফিরে না আসায় যেন তাঁর সমস্ত মঙ্গলের অবসান হয়েছে। ভরত মহারাজ নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগা বলে মনে করেছেন, কারণ সর্ব মঙ্গল-স্বরূপ সূর্যদেব উপস্থিত থাকলেও, হরিণ-শিশুটি ফিরে না আসায় তাঁর পক্ষে কিছুই মঙ্গলজনক ছিল না।

শ্লোক ২০

অপিস্বিদকৃতসুকৃতমাগত্য মাং সুখয়িষ্যতি হরিণরাজকুমারো বিবিধরুচিরদর্শনীয়নিজমৃগদারকবিনোদৈরসন্তোষং স্বানামপনুদন্ ॥২০॥

অপি স্বিৎ—সে কি করবে?; **অকৃত-সুকৃতম্**—যে কখনও কোন পুণ্যকর্ম করেনি; **আগত্য**—ফিরে এসে; **মাম্**—আমাকে; **সুখয়িষ্যতি**—আনন্দ দান করবে; **হরিণ-রাজ-কুমারঃ**—রাজকুমারের মতো আমি যাকে পালন করেছি সেই হরিণটি; **বিবিধ**—বহু; **রুচির**—অত্যন্ত মনোহর; **দর্শনীয়**—দর্শনযোগ্য; **নিজ**—নিজের; **মৃগ-দারক**—মৃগশিশুর উপযুক্ত; **বিনোদৈঃ**—আনন্দদায়ক কার্যকলাপের দ্বারা; **অসন্তোষম্**—অসন্তোষ; **স্বানাম্**—স্বজনদের; **অপনুদন্**—দূর করে।

অনুবাদ

সেই হরিণ-শিশুটি ঠিক একটি রাজকুমারের মতো। সে কখন ফিরে আসবে? সে কখন আবার তার অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ক্রীড়াবিলাস প্রদর্শন করবে? সে কখন আমার আহত হৃদয়কে শান্ত করবে? আমার নিশ্চয়ই পুণ্যের লেশমাত্র নেই, তা না হলে এখনও সেই হরিণটি ফিরে আসছে না কেন।

তাৎপর্য

তাঁর প্রবল স্নেহের বশে রাজা তাঁর হরিণ-শিশুটিকে রাজপুত্রের মতো গ্রহণ করেছিলেন। একেই বলা হয় মোহ। হরিণটির অনুপস্থিতিতে উৎকণ্ঠাবশত রাজা তাকে তাঁর পুত্রের মতো সম্বোধন করেছিলেন। স্নেহের বশে যে কোন ভাবে কাউকে সম্বোধন করা যায়।

শ্লোক ২১

ক্ষ্বেলিকায়াং মাং মৃষাসমাধিনামীলিতদৃশং প্রেমসংরম্ভেণ চকিতচকিত আগত্য পৃষদপরুষবিষাণাগ্রেণ লুঠতি ॥ ২১ ॥

ক্ষ্বেলিকায়াম্—খেলা করার সময়; **মাম্**—আমাকে; **মৃষা**—ভান করে; **সমাধিনা**—সমাধির দ্বারা; **আমীলিত-দৃশম্**—চক্ষু নিমীলিত করে; **প্রেম-সংরম্ভেণ**—প্রণয়জনিত ক্রোধবশত; **চকিত-চকিতঃ**—ভীত; **আগত্য**—এসে; **পৃষৎ**—জলবিন্দুর মতো; **অপরুষ**—অত্যন্ত কোমল; **বিষাণ**—শৃঙ্গের; **অগ্রেণ**—অগ্রভাগ দ্বারা; **লুঠতি**—আমার দেহ স্পর্শ করে।

অনুবাদ

হায়! আমি যখন অলীক সমাধি অবলম্বন করে চক্ষু নিমীলিত করে থাকতাম, তখন সে প্রণয়-কোপবশত আমার চতুর্দিকে ভ্রমণ করতে করতে জলবিন্দুর মতো কোমল শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা ভয়ে ভয়ে আমাকে স্পর্শ করত।

তাৎপর্য

এখন মহারাজ ভরত মনে করছেন যে, তাঁর ধ্যান ছিল অলীক। তিনি যখন ধ্যান করতেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই হরিণটির কথা চিন্তা করতেন, এবং সে যখন তার শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা তাঁকে স্পর্শ করত, তখন তিনি গভীর আনন্দ অনুভব করতেন। ধ্যান করার ভান করে রাজা প্রকৃতপক্ষে হরিণ-শিশুটির কথা চিন্তা করতেন। এটিই তাঁর অধঃপতনের ইঙ্গিত।

শ্লোক ২২

আসাদিতহবিষি বর্হিষি দূষিতে ময়োপালব্ধো ভীতভীতঃ সপদ্যুপরতরাস ঋষিকুমারবদবহিতকরণকলাপ আস্তে ॥ ২২ ॥

আসাদিত—স্থাপিত; **হবিষি**—যজ্ঞের হবি; **বর্হিষি**—কুশ ঘাসে; **দূষিতে**—যখন অপবিত্র হয়ে যায়; **ময়া উপলব্ধঃ**—আমার দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে; **ভীত-ভীতঃ**—অত্যন্ত ভয়যুক্ত; **সপদি**—তৎক্ষণাৎ; **উপরত-রাসঃ**—খেলা বন্ধ করে; **ঋষি-কুমার-বৎ**—ঋষির পুত্র বা শিষ্যের মতো; **অবহিত**—সংযত; **করণ-কলাপঃ**—সমস্ত ইন্দ্রিয়; **আস্তে**—অবস্থান করত।

অনুবাদ

আমি যখন কুশ ঘাসে যজ্ঞের সামগ্রী রাখতাম, তখন সেই হরিণ-শিশুটি খেলা করতে করতে তার দন্তের দ্বারা কুশ আকর্ষণ করে যজ্ঞীয় দ্রব্যকে দূষিত করলে, আমি যখন তাকে তিরস্কার করতাম, তখন সে অত্যন্ত ভীত হয়ে, খেলা পরিত্যাগ করে, সংযতেন্দ্রিয় মুনি-বালকের মতো স্থির হয়ে বসে থাকত।

তাৎপর্য

ভরত মহারাজ নিরন্তর সেই হরিণ-শিশুটির কার্যকলাপের কথা চিন্তা করছিলেন, এবং তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, এই প্রকার চিন্তা তাঁর পারমার্থিক উন্নতির সর্বনাশ করছে।

শ্লোক ২৩

কিং বা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যানয়া যদিয়মবনিঃ সবিনয়কৃষ্ণসারত-নয়তনুতরসুভগশিবতমাখরখুরপদপঙ্‌ক্তিভির্দ্রবিণ বিধুরাতুরস্য কৃপণস্য মম

দ্রবিণপদবীং সূচয়ন্ত্যাত্মানং চ সর্বতঃ কৃতকৌতুকং দ্বিজানাং স্বর্গাপবর্গ-কামানাং দেবযজনং করোতি ॥ ২৩ ॥

কিম্ বা—কি; **অরে**—আহা; **আচরিতম্**—অনুষ্ঠিত; **তপঃ**—তপস্যা; **তপস্বিন্যা**—অত্যন্ত ভাগ্যবানের দ্বারা; **অনয়া**—এই পৃথিবী; **যৎ**—যেহেতু; **ইয়ম্**—এই; **অবনিঃ**—পৃথিবী; **স-বিনয়**—অত্যন্ত নম্র এবং বিনীত; **কৃষ্ণ-সার-তনয়**—কৃষ্ণসার মৃগশিশু; **তনুতর**—ক্ষুদ্র; **সুভগ**—সুন্দর; **শিব-তম**—অত্যন্ত মঙ্গলজনক; **অখর**—কোমল; **খুর**—খুরের; **পদপঙ্‌ক্তিভিঃ**—পদচিহ্নের দ্বারা; **দ্রবিণ-বিধুর-আতুরস্য**—ধন হারানোর ফলে অত্যন্ত দুঃখী ব্যক্তির; **কৃপণস্য**—অত্যন্ত অসুখী ব্যক্তির; **মম**—আমার; **দ্রবিণ-পদবীম্**—ধন লাভের উপায়; **সূচয়ন্তি**—সূচিত করে; **আত্মানম্**—তাঁর শরীর; **চ**—এবং; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **কৃত-কৌতুকম্**—অলঙ্কৃত; **দ্বিজানাম্**—ব্রাহ্মণদের; **স্বর্গ-অপবর্গ-কামানাম্**—স্বর্গ অথবা মুক্তিকামী ব্যক্তিদের; **দেব-যজনম্**—দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার স্থান; **করোতি**—করে।

অনুবাদ

এইভাবে উন্মাদের মতো প্রলাপ করে, মহারাজ ভরত গাত্রোত্থান করে বাইরে গেলেন। মৃগ-শিশুর পদচিহ্ন দর্শন করে তিনি বলতে লাগলেন, "হে দুর্ভাগা ভরত, ধরিত্রীর তপস্যার তুলনায় তোমার তপস্যা অতি নগণ্য। ভাগ্যবতী বসুন্ধরা তাঁর তপস্যার ফলে মৃগ শিশুর ক্ষুদ্র, সুন্দর, পরম মঙ্গলময় এবং কোমল পদচিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এই পদচিহ্নের পঙ্‌ক্তি আমার মতো মৃগের বিরহকাতর ব্যক্তিকে প্রদর্শন করছে কিভাবে সে বনের দিকে গেছে এবং কিভাবে আমি আমার সেই হারানো ধন ফিরে পেতে পারি। এই পদচিহ্নের প্রভাবে এই ভূমি স্বর্গ অথবা মুক্তিকামী ব্রাহ্মণদের দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থানে পরিণত হয়েছে।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, কেউ যখন গভীর প্রেমে জড়িয়ে পড়ে, তখন সে নিজেকে ভুলে যায় এবং অন্যদেরও ভুলে যায়। তখন আর তার কিভাবে আচরণ করতে হয় এবং কিভাবে কথা বলতে হয়, সেই জ্ঞান থাকে না। সেই প্রেমের বশবর্তী হয়ে, পিতা তার জন্মান্ধ পুত্রের নামকরণ করেন পদ্মলোচন। অন্ধপ্রেমের এই অবস্থাই হয়। ভরত মহারাজ হরিণ-শিশুটির প্রতি প্রেমাতুর হয়ে ধীরে ধীরে এই অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন। *স্মৃতি-শাস্ত্রে* বলা হয়েছে—*যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্মান্নিবোধত।*

"যেই স্থানে কৃষ্ণসার মৃগের পদচিহ্ন দেখা যায়, সেই স্থান ধর্ম অনুষ্ঠানের উপযুক্ত বলে বুঝতে হবে।"

শ্লোক ২৪

অপিস্বিদসৌ ভগবানুড়ুপতিরেনং মৃগপতিভয়ান্মৃতমাতরং মৃগবালকং স্বাশ্রমপরিভ্রষ্টমনুকম্পয়া কৃপণজনবৎসলঃ পরিপাতি ॥ ২৪ ॥

অপি স্বিৎ—হতে পারে; **অসৌ**—এই; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **উড়ুপতিঃ**—চন্দ্র; **এনম্**—এই; **মৃগ-পতি-ভয়াৎ**—সিংহের ভয়ে; **মৃত-মাতরম্**—মাতৃহারা; **মৃগ-বালকম্**—হরিণ-শিশু; **স্ব-আশ্রম-পরিভ্রষ্টম্**—তাঁর আশ্রম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে; **অনুকম্পয়া**—করুণাবশত; **কৃপণ-জন-বৎসলঃ**—দীন জনদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ (চন্দ্রদেব); **পরিপাতি**—রক্ষা করছেন।

অনুবাদ

তারপর চন্দ্র উদিত হলে, চন্দ্রে মৃগাঙ্ক দর্শন করে মহারাজ ভরত উন্মাদের মতো বলতে লাগলেন, "হয়ত দীনজন-বৎসল ভগবান চন্দ্রদেব আশ্রমচ্যুত মাতৃহারা এই মৃগ-শিশুটিকে কৃপাপরবশ হয়ে, ভয়ঙ্কর সিংহের আক্রমণ থেকে রক্ষা করছেন।"

শ্লোক ২৫

কিং বাত্মজবিশ্লেষজ্বরদবদহনশিখাভিরুপতপ্যমানহৃদয়স্থলনলিনীকং মামুপসৃতমৃগীতনয়ং শিশিরশান্তানুরাগগুণিতনিজবদনসলিলামৃতময়-গভস্তিভিঃ স্বধয়তীতি চ ॥ ২৫ ॥

কিম্ বা—অথবা; **আত্মজ**—পুত্র থেকে; **বিশ্লেষ**—বিরহের ফলে; **জ্বর**—তাপ; **দব-দহন**—দাবাগ্নির; **শিখাভিঃ**—শিখার দ্বারা; **উপতপ্যমান**—দগ্ধ; **হৃদয়**—হৃদয়; **স্থল-নলিনীকম্**—লাল পদ্মসদৃশ; **মাম্**—আমাকে; **উপসৃত-মৃগী-তনয়ম্**—মৃগ-শাবকটি যাঁর অত্যন্ত অনুগত; **শিশির-শান্ত**—অত্যন্ত শান্ত এবং স্নিগ্ধ; **অনুরাগ**—প্রেমবশত; **গুণিত**—প্রবহমান; **নিজ-বদন-সলিল**—তাঁর মুখের জল; **অমৃতময়**—অমৃততুল্য; **গভস্তিভিঃ**—চন্দ্রকিরণের দ্বারা; **স্বধয়তি**—আমাকে আনন্দ দান করছে; **ইতি**—এইভাবে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

তারপর চন্দ্রকিরণ অনুভব করে, মহারাজ ভরত উন্মাদের মতো বলতে লাগলেন, "ঐ মৃগশিশু আমার একান্ত অনুগত, আমি তাকে পুত্ররূপে অঙ্গীকার করেছি, দাবাগ্নি শিখার মতো তার বিরহবেদনা আমার হৃদয়রূপ স্থলপদ্মকে বিশীর্ণ করছে। আমার এই বেদনা দর্শন করে, চন্দ্রদেব আমার উপর অমৃত বর্ষণ করছেন, ঠিক যেভাবে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তার বন্ধু জল সিঞ্চন করেন। এইভাবে চন্দ্রদেব আমার সুখ বিধান করছেন।

তাৎপর্য

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা অনুসারে, প্রবল জ্বর হলে, মুখ ধোওয়া জল গায়ে ছিটালে জ্বর কমে যায়। ভরত মহারাজ যদিও তাঁর তথাকথিত পুত্র মৃগ-শাবকটির বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন, তবু তিনি মনে করেছিলেন যে, চন্দ্র যেন তাঁর দেহে অমৃত বর্ষণ করছে এবং তার ফলে তাঁর প্রবল বিরহজনিত তাপ কমে যাবে।

শ্লোক ২৬

এবমঘটমানমনোরথাকুলহৃদয়ো মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধকর্মণা যোগারম্ভণতো বিভ্রংশিতঃ স যোগতাপসো ভগবদারাধনলক্ষণাচ্চ কথমিতরথা জাত্যন্তর এণকুণক আসঙ্গঃ সাক্ষান্নিঃশ্রেয়সপ্রতিপক্ষতয়া প্রাক্পরিত্যক্তদুস্ত্যজহৃদয়াভিজাতস্য তস্যৈবমন্তরায়বিহত যোগারম্ভণস্য রাজর্ষের্ভরতস্য তাবন্মৃগার্ভকপোষণপালনপ্রীণনলালনানুষঙ্গেণাবিগণয়ত আত্মানমহিরিবাখুবিলং দুরতিক্রমঃ কালঃ করালরভস আপদ্যত ॥২৬॥

এবম্—এইভাবে; **অঘটমান**—দুষ্প্রাপ্য; **মনঃ-রথ**—বাসনার দ্বারা; **আকুল**—বিষাদগ্রস্ত; **হৃদয়ঃ**—হৃদয়; **মৃগ-দারক-আভাসেন**—মৃগশিশুর মতো; **স্ব-আরব্ধ-কর্মণা**—আরব্ধ কর্মফলে; **যোগ-আরম্ভণতঃ**—যোগচর্চার ফলে; **বিভ্রংশিতঃ**—অধঃপতিত; **সঃ**—তিনি (ভরত মহারাজ); **যোগ-তাপসঃ**—যোগ এবং তপশ্চর্যার দ্বারা; **ভগবৎ-আরাধন-লক্ষণাৎ**—ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠানের ফলে; **চ**—এবং; **কথম্**—কিভাবে; **ইতরথা**—অন্যথা; **জাতি-অন্তরে**—অন্য জাতির; **এণ-কুণকে**—এক হরিণ-শিশুর প্রতি; **আসঙ্গঃ**—অত্যধিক আসক্তি; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **নিঃশ্রেয়স**—জীবনের চরম লক্ষ্য লাভের জন্য; **প্রতিপক্ষতয়া**—প্রতিবন্ধক স্বরূপ; **প্রাক্**—যিনি পূর্বে; **পরিত্যক্ত**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **দুস্ত্যজ**—যদিও ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **হৃদয়-**

অভিজাতস্য—তাঁর হৃদয় থেকে উৎপন্ন পুত্রদের; **তস্য**—তাঁর; **এবম্**—এইভাবে; **অন্তরায়**—বিঘ্ন; **বিহত**—প্রতিহত; **যোগ-আরম্ভণস্য**—যোগ-সাধনার পথ; **রাজর্ষেঃ**—রাজর্ষি; **ভরতস্য**—মহারাজ ভরতের; **তাবৎ**—সেইভাবে; **মৃগ-অর্ভক**—হরিণ-শিশু; **পোষণ**—পোষণ; **পালন**—পালন; **প্রীণন**—সুখবিধান; **লালন**—লালন; **অনুসঙ্গেণ**—নিরন্তর অভিনিবেশের ফলে; **অবিগণয়তঃ**—অবহেলা করে; **আত্মানম্**—তাঁর আত্মার; **অহিঃ ইব**—সর্পের মতো; **আখুবিলম্**—ইঁদুরের গর্ত; **দুরতিক্রমঃ**—দুর্লঙ্ঘ্য; **কালঃ**—মৃত্যু; **করাল**—ভয়ঙ্কর; **রভসঃ**—গতিশীল; **আপদ্যত**—উপস্থিত হল।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, এইভাবে ভরত মহারাজ মৃগ-শিশুরূপে প্রকাশমান দুর্দমনীয় বাসনার দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফলে তিনি যোগ, তপস্যা এবং ভগবানের আরাধনা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। তা যদি তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল না হত, তাহলে কিভাবে তিনি তাঁর নিজের পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজনদের পারমার্থিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকরূপে মনে করে পরিত্যাগ করেও, অবশেষে একটি হরিণ-শিশুর প্রতি এইভাবে আসক্ত হয়ে পড়লেন? এটি অবশ্যই তাঁর প্রারব্ধ কর্মের ফল। রাজা সেই হরিণ-শাবকটির লালন-পালনে এতই মগ্ন ছিলেন যে, তিনি তাঁর পারমার্থিক কার্যকলাপ থেকে অধঃপতিত হন। অবশেষে, কালসর্প যেভাবে মূষিক বিবরে প্রবেশ করে, সেইভাবে মৃত্যু তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হল।

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে দেখা যাবে যে, মহারাজ ভরত তাঁর দেহ ত্যাগের পর, সেই হরিণ-শিশুর প্রতি তাঁর আসক্তির ফলে, একটি মৃগ-শরীর ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভক্ত কিভাবে তাঁর পূর্বকৃত দুষ্কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে? *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫৪) বলা হয়েছে, *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্*—"যাঁরা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, *ভক্তিভাজান্*, তাঁদের পূর্বকৃত কর্মের ফল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়।" এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, ভরত মহারাজ তাঁর পূর্বকৃত দুষ্কর্মের ফলে দণ্ডনীয় ছিলেন না। তাহলে বুঝতে হবে যে, মহারাজ ভরত জেনেশুনে সেই হরিণ-শিশুটির প্রতি অত্যধিক আসক্ত হয়ে, তাঁর পারমার্থিক উন্নতি সাধনে অবহেলা করেছিলেন। তাঁর সেই ভুল সংশোধন করার জন্য

স্বল্পকালের জন্য তাঁকে একটি হরিণ-দেহ ধারণ করতে হয়েছিল। তাঁর ভগবদ্ভক্তির বাসনা বৃদ্ধি করার জন্যই তা হয়েছিল। ভরত মহারাজ যদিও একটি মৃগ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি তাঁর স্বেচ্ছাকৃত ভুলের কথা বিস্মৃত হননি। তিনি সেই হরিণ-শরীরটি থেকে উদ্ধার লাভের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, এবং তা ইঙ্গিত করে যে, এইভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রতি তাঁর অনুরাগ এতই বর্ধিত হয়েছিল যে, তিনি অচিরেই, তাঁর পরবর্তী জীবনে, এক ব্রাহ্মণ শরীরে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে আমরা আমাদের *'ব্যাক-টু-গড্‌হেড'* ম্যাগাজিনে ঘোষণা করেছি যে, বৃন্দাবনে গোস্বামীর মতো অবস্থানকারী ভক্তরা যখন কোন পাপকার্য করে, তখন তাদের সেই পবিত্র ধামে কুকুর, বাঁদর অথবা কচ্ছপের শরীর ধারণ করতে হয়। স্বল্পকালের জন্য তাঁদের এই সমস্ত নিম্নস্তরের জীবন প্রাপ্ত হতে হয়, এবং তারপর তাঁরা সেই পশুশরীর পরিত্যাগ করে চিৎ-জগতে উন্নীত হন। এই দণ্ড কেবল স্বল্পকালের জন্য, এবং তা পূর্বকৃত কর্মের ফলে নয়। যদিও মনে হতে পারে যে তা পূর্বকৃত কর্মের ফল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভক্তের ভুল সংশোধন করে শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত করার আয়োজন।

শ্লোক ২৭

তদানীমপি পার্শ্ববর্তিনমাত্মজমিবানুশোচন্তমভিবীক্ষমাণো মৃগএবাভিনিবেশিতমনা বিসৃজ্য লোকমিমং সহ মৃগেণ কলেবরং মৃতমনু ন মৃতজন্মানুস্মৃতিরিতরবন্মৃগশরীরমবাপ ॥ ২৭ ॥

তদানীম্—সেই সময়ে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **পার্শ্ব-বর্তিনম্**—তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে; **আত্ম-জম্**—তাঁর পুত্র; **ইব**—সদৃশ; **অনুশোচন্তম্**—শোক করে; **অভিবীক্ষমাণঃ**—দর্শন করে; **মৃগে**—হরিণটিকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অভিনিবেশিত-মনাঃ**—তাঁর মন মগ্ন ছিল; **বিসৃজ্য**—ত্যাগ করে; **লোকম্**—সংসার; **ইমম্**—এই; **সহ**—সঙ্গে; **মৃগেণ**—মৃগ; **কলেবরম্**—শরীর; **মৃতম্**—মৃত; **অনু**—তারপর; **ন**—না; **মৃত**—বিনষ্ট; **জন্ম-অনুস্মৃতিঃ**—মৃত্যুর পূর্বের ঘটনা; **ইতর-বৎ**—অন্যদের মতো; **মৃগ-শরীরম্**—হরিণের শরীর; **অবাপ**—প্রাপ্ত হলেন।

অনুবাদ

তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি দেখলেন যেন সেই হরিণ-শিশুটি তাঁর নিজের পুত্রের মতো তাঁর পাশে বসে শোক প্রকাশ করছে। তাঁর চিত্ত সেই হরিণটিতেই

অভিনিবিষ্ট ছিল, তার ফলে তিনি ভগবৎ বিমুখ মানুষের মতো এই সংসার, হরিণ এবং মনুষ্য দেহ ত্যাগ করায়, পরবর্তী জীবনে তিনি একটি হরিণের শরীর প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর একটি লাভ হয়েছিল। একটি হরিণের শরীর প্রাপ্ত হলেও তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতি বিনষ্ট হয়নি।

তাৎপর্য

ভরত মহারাজের হরিণ শরীর গ্রহণ করা এবং অন্য ব্যক্তিদের মৃত্যুর সময় মানসিক অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মৃত্যুর পরে অন্যেরা তাঁদের পূর্ববর্তী জীবনের সব কথা ভুলে যায়, কিন্তু ভরত মহারাজ তা ভোলেননি। *ভগবদ্গীতার* বর্ণনা অনুসারে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"জীব যে কথা চিন্তা করে তার দেহ ত্যাগ করে, সেই অনুসারে সে নিঃসন্দেহে পরবর্তী শরীর প্রাপ্ত হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ৮/৬)

দেহত্যাগ করার পর, মানুষ তার মৃত্যুর সময়ে মানসিক অবস্থা অনুসারে অন্য আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়। মানুষ জীবদ্দশায় যে চিন্তায় মগ্ন থাকে, সেই কথাই তার মৃত্যুর সময় মনে পড়ে। এই নিয়ম অনুসারে, যেহেতু ভরত মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা ভুলে গিয়ে সর্বদা একটি হরিণের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তাই তিনি একটি হরিণ শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু, ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে, তিনি তাঁর পূর্বজীবনের কথা ভুলে যাননি। এই সৌভাগ্যের ফলে তাঁর আর অধঃপতন হয়নি। তাঁর পূর্বকৃত ভক্তিজনিত কার্যের ফলে, একটি মৃগ শরীর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তাঁর ভক্তিসাধন পূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে *মৃতম্*, যদিও তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তবুও *অনু*, অর্থাৎ পরে, *ন মৃতজন্মানুস্মৃতিরিতরবৎ*, তিনি অন্যদের মতো তাঁর পূর্বজন্মের কথা ভুলে যাননি। *ব্রহ্মসংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—*কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্* (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৫৪)। এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের কৃপায় ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না। স্বেচ্ছায় ভগবদ্ভক্তির অবহেলা করার ফলে, ভক্তকে কখনও কখনও দণ্ডভোগ করতে হতে পারে, কিন্তু তা কেবল অল্পকালের জন্য, এবং অচিরেই তিনি পুনরায় তাঁর ভগবদ্ভক্তি পুনর্জাগরিত করে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ২৮

তত্রাপি হ বা আত্মনো মৃগত্বকারণং ভগবদারাধনসমীহানুভাবেনানুস্মৃত্য ভৃশমনুতপ্যমান আহ ॥ ২৮ ॥

তত্র অপি—সেই জন্মে; **হ বা**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **মৃগত্ব-কারণম্**—মৃগ-শরীর ধারণ করার ফলে; **ভগবৎ-আরাধন-সমীহা**—ভগবানের আরাধনা অনুষ্ঠান করার ফলে; **অনুভাবেন**—পরিণাম-স্বরূপ; **অনুস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **ভৃশম্**—সর্বদা; **অনুতপ্যমানঃ**—অনুতাপ করে; **আহ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

হরিণের শরীর পাওয়া সত্ত্বেও ভরত মহারাজ তাঁর পূর্ব জন্মের সুদৃঢ় ভক্তির প্রভাবে তাঁর সেই শরীর ধারণ করার কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বিগত এবং বর্তমান জীবনের কথা বিবেচনা করে, তিনি নিরন্তর অনুতাপ করতে করতে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ভক্ত হওয়ার ফলে এটি একটি বিশেষ লাভ। মনুষ্যেতর শরীর প্রাপ্ত হলেও, ভগবানের কৃপায়, পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করেই হোক অথবা প্রাকৃতিক কারণেই হোক, ভক্তিপথে তাঁর উন্নতি হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে তার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করা সহজ নয়, কিন্তু ভরত মহারাজ তাঁর মহান ত্যাগ এবং ভক্তির প্রভাবে তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ২৯

অহো কষ্টং ভ্রষ্টোঽহমাত্মবতামনুপথাদ্যদ্বিমুক্তসমস্তসঙ্গস্য বিবিক্তপুণ্যারণ্য-শরণস্যাত্মবত আত্মনি সর্বেষামাত্মনাং ভগবতি বাসুদেবে তদনুশ্রবণ-মননসঙ্কীর্তনারাধনানুস্মরণাভিযোগেনাশূন্যসকলযামেন কালেন সমাবেশিতং সমাহিতং কার্ৎস্ন্যেন মনস্তত্তু পুনর্মমাবুধস্যারান্মৃগসুতমনু পরিসুস্রাব ॥ ২৯ ॥

অহো কষ্টম্—হায়, কি দুর্দশাগ্রস্ত এই বদ্ধ জীবন; **ভ্রষ্টঃ**—পতিত; **অহম্**—আমি (হই); **আত্ম-বতাম্**—সিদ্ধিলাভ করেছেন যে সমস্ত মহান ভক্ত; **অনুপথাৎ**—

জীবনপথ থেকে; **যৎ**—যা থেকে; **বিমুক্ত-সমস্ত-সঙ্গস্য**—আমার নিজের পুত্র এবং গৃহ আদির সঙ্গ পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও; **বিবিক্ত**—নির্জন; **পুণ্য-অরণ্য**—পবিত্র বনের; **শরণস্য**—শরণাগত; **আত্ম-বতঃ**—আধ্যাত্মিক স্তরে পূর্ণরূপে অবস্থিত; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **সর্বেষাম্**—সকলের; **আত্মনাম্**—জীব; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবে**—ভগবান বাসুদেবকে; **তৎ**—তাঁর; **অনুশ্রবণ**—নিরন্তর শ্রবণ করে; **মনন**—চিন্তা করে; **সঙ্কীর্তন**—সংকীর্তন করে; **আরাধন**—আরাধনা করে; **অনুস্মরণ**—নিরন্তর স্মরণ করে; **অভিযোগেন্**—মগ্ন হয়ে; **অশূন্য**—পূর্ণ; **সকল-যামেন**—সর্বক্ষণ; **কালেন**—সময়ের দ্বারা; **সমাবেশিতম্**—পূর্ণরূপে স্থাপিত; **সমাহিতম্**—সমাহিত; **কার্ৎস্ন্যেন**—সর্বতোভাবে; **মনঃ**—মনের সেই অবস্থা; **তৎ**—সেই মন; **তু**—কিন্তু; **পুনঃ**—পুনরায়; **মম**—আমার; **অবুধস্য**—মহামূর্খ; **আরাৎ**—দূর থেকে; **মৃগ-সুতম্**—হরিণ-শাবক; **অনু**—প্রভাবিত হয়ে; **পরিসুস্রাব**—অধঃপতিত।

অনুবাদ

হরিণ-শরীরে মহারাজ ভরত অনুতাপ করতে লাগলেন—"হায় কী দুর্ভাগ্য! আমি আত্ম-উপলব্ধির পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি। আমি আমার নিজের পুত্র, স্ত্রী, গৃহ ইত্যাদি পরিত্যাগ করে, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য পবিত্র বনের নির্জন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। আমি জিতেন্দ্রিয় হয়ে এবং আত্মাকে উপলব্ধি করে, ভগবান বাসুদেবের কথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন আদি ভক্তির অঙ্গ অনুশীলন করার মাধ্যমে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলাম। আমার এই প্রচেষ্টায় আমি এতই সফল হয়েছিলাম যে, আমার মন সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন থাকত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমার মূর্খতার জন্য আমার চিত্ত পুনরায় একটি হরিণের প্রতি আসক্ত হয়েছিল। এখন একটি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়ে আমি ভগবদ্ভক্তির স্তর থেকে অনেক নীচে অধঃপতিত হয়েছি।

তাৎপর্য

নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, মহারাজ ভরতের মনে স্মরণ ছিল কিভাবে পূর্ববর্তী জীবনে তিনি অতি উন্নত আধ্যাত্মিক স্তর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মূর্খতাবশত একটি নগণ্য হরিণের প্রতি আসক্ত হয়ে তাঁর অধঃপতন হয়েছিল এবং তার ফলে এখন তাঁকে একটি হরিণ-শরীর ধারণ করতে হয়েছে। প্রতিটি ভক্তের পক্ষে এই দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা আমাদের ভগবদ্ভক্তির

অপব্যবহার করে মনে করি যে, আমরা ভক্তিতে পূর্ণরূপে যুক্ত হয়েছি এবং তার ফলে আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি, তাহলে আমাদের ভরত মহারাজের মতো দুর্দশায় পড়তে হবে এবং এমন একটি শরীরে জন্মগ্রহণ করতে হবে, যা ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক। মানুষেরাই কেবল ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে সক্ষম, কিন্তু আমরা যদি ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য স্বেচ্ছায় সেই সুযোগ ত্যাগ করি, তাহলে অবশ্যই আমাদের দণ্ডভোগ করতে হবে। এই দণ্ড অবশ্য সাধারণ জড়বাদীদের যে দণ্ডভোগ করতে হয় তার মতো নয়। ভগবানের কৃপায়, ভক্ত এমনভাবে দণ্ডিত হন যে, ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্ম লাভের প্রতি তাঁর উৎকণ্ঠা বর্ধিত হয়। তাঁর ঐকান্তিক বাসনার ফলে, তিনি পরবর্তী জীবনে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। এখানে ভগবদ্ভক্তির সম্যক্ বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*তদনুশ্রবণমননসঙ্কীর্তনারাধনানুস্মরণাভিযোগেন*। *ভগবদ্গীতায়* ভগবানের কথা নিরন্তর শ্রবণ করার এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ*। যাঁরা কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁদের সব সময় সচেতন থাকা উচিত যাতে ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন এবং স্মরণ না করে, এক মুহূর্তও নষ্ট না করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের কার্যকলাপের দ্বারা এবং তাঁর ভক্তদের কার্যকলাপের দ্বারা আমাদের শিক্ষা দেন, কিভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত। ভরত মহারাজের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে আমরা যেন অত্যন্ত সচেতন হই। আমরা যদি আমাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে স্থির করতে চাই, তাহলে আমাদের মনকে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হবে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যেরা এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ভরত মহারাজের আদর্শ থেকে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত, যাতে অনর্থক প্রজল্প, নিদ্রা অথবা অত্যধিক আহার করে যেন একটি মুহূর্তও নষ্ট না হয়। আহার করা নিষিদ্ধ নয়, তবে অত্যাহার করলে অবশ্যই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ঘুমাতে হবে। তার ফলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের বাসনার উদয় হবে এবং নিম্নতর যোনিতে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এইভাবে অন্তত সাময়িকভাবে আমাদের পারমার্থিক প্রগতি প্রতিহত হবে। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রীল রূপ গোস্বামীর *অব্যর্থকালত্বম্* উপদেশটি গ্রহণ করা। আমাদের দেখা উচিত যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষণ যেন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। যাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাঁদের পক্ষে এটিই হচ্ছে সব চাইতে নিরাপদ পন্থা।

শ্লোক ৩০

ইত্যেবং নিগূঢ়নির্বেদো বিসৃজ্য মৃগীং মাতরং পুনর্ভগবৎক্ষেত্রমুপশম-শীলমুনিগণদয়িতং শালগ্রামং পুলস্ত্যপুলহাশ্রমং কালঞ্জরাৎ প্রত্যাজগাম ॥ ৩০ ॥

ইত্যেবম্—এইভাবে; **নিগূঢ়**—নিগূঢ়; **নির্বেদঃ**—জড় কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **মৃগীম্**—হরিণ; **মাতরম্**—মাতাকে; **পুনঃ**—পুনরায়; **ভগবৎ-ক্ষেত্রম্**—পরমেশ্বর ভগবান যেখানে পূজিত হন সেই স্থানে; **উপশম-শীল**—সমস্ত জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে; **মুনি-গণ-দয়িতম্**—যা মুনিদের অত্যন্ত প্রিয়; **শালগ্রামম্**—শালগ্রাম নামক গ্রামে; **পুলস্ত্য-পুলহ-আশ্রমম্**—পুলস্ত্য, পুলহ আদি ঋষিদের আশ্রম; **কালঞ্জরাৎ**—কালঞ্জর পর্বত, যেখানে তিনি হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **প্রত্যাজগাম**—তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

ভরত মহারাজ যদিও মৃগ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু নিরন্তর অনুতাপ করার ফলে, তিনি সম্পূর্ণরূপে জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি সেই কথা কারোর কাছে প্রকাশ করেননি, কিন্তু তিনি তাঁর মৃগমাতাকে পরিত্যাগ করে, তাঁর জন্মস্থান কালঞ্জর পর্বত থেকে পুনরায় শালগ্রাম ক্ষেত্রে পুলস্ত্য-পুলহ আশ্রমে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ ভরত যে ভগবান বাসুদেবের কৃপায় তাঁর পূর্বজীবনের কথা স্মরণ রাখতে পেরেছিলেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আর একমুহূর্তও অপচয় করেননি—তিনি শালগ্রাম নামক স্থানে পুলস্ত্য-পুলহ আশ্রমে ফিরে গিয়েছিলেন। সাধুসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তাই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রত্যেক সদস্যকে পারমার্থিক সিদ্ধি প্রদান করতে চায়। এই সংস্থার প্রতিটি সদস্যকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, এটি একটি বিনামূল্যের হোটেল নয়। প্রতিটি সদস্যের কর্তব্য অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তাঁদের আধ্যাত্মিক কর্তব্য সম্পাদন করা, যাতে কেউ যখন তাঁদের সান্নিধ্যে আসবে, তখন তাঁরা আপনা থেকেই ভগবদ্ভক্তে পরিণত হবে এবং এই জীবনেই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে সক্ষম হবে। . ভরত মহারাজ যদিও একটি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি পুনরায় কালঞ্জর পর্বতে

তাঁর গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। জন্মস্থান এবং আত্মীয়-স্বজনদের আকর্ষণে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তদের আশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করা উচিত।

শ্লোক ৩১

তস্মিন্নপি কালং প্রতীক্ষমাণঃ সঙ্গাচ্চ ভৃশমুদ্বিগ্ন আত্মসহচরঃ শুষ্কপর্ণতৃণবীরুধা বর্তমানো মৃগত্বনিমিত্তাবসানমেব গণয়ন্মৃগশরীরং তীর্থোদকক্লিন্নমুৎসসর্জ ॥ ৩১ ॥

তস্মিন্ অপি—সেই আশ্রমে (পুলহ আশ্রম); **কালম্**—মৃগদেহে জীবনের অবসান; **প্রতীক্ষমাণঃ**—নিরন্তর প্রতীক্ষা করে; **সঙ্গাৎ**—সঙ্গ থেকে; **চ**—এবং; **ভৃশম্**—নিরন্তর; **উদ্বিগ্নঃ**—উৎকণ্ঠায়পূর্ণ; **আত্ম-সহচরঃ**—পরমাত্মাকেই কেবল তাঁর একমাত্র সঙ্গী বলে মনে করে (কখনও নিজেকে একাকী বলে মনে করা উচিত নয়); **শুষ্ক-পর্ণ-তৃণ-বীরুধা**—শুষ্ক পত্র, তৃণ, লতা ইত্যাদিই কেবল আহার করে; **বর্তমানঃ**—অবস্থান করে; **মৃগত্ব-নিমিত্ত**—মৃগদেহের ফলে; **অবসানম্**—অন্ত; **এব**—কেবল; **গণয়ন্**—বিবেচনা করে; **মৃগ-শরীরম্**—মৃগশরীর; **তীর্থ-উদক-ক্লিন্নম্**—সেই তীর্থের জলে স্নান করে; **উৎসসর্জ**—পরিত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই আশ্রমে অবস্থান করে, আবার যাতে অসৎ সঙ্গের শিকার না হতে হয়, সেই জন্য মহারাজ ভরত অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাঁর পূর্বজীবনের কথা কারও কাছে ব্যক্ত না করে, তিনি কেবল শুখনো পাতা খেয়ে সেই আশ্রমে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে একাকী ছিলেন না, কারণ পরমাত্মা যে সর্বদাই তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, সেই কথা তিনি উপলব্ধি করতেন। এইভাবে তিনি তাঁর মৃগ-শরীরের অবসানকালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর দেহ অবসানকাল সমুপস্থিত হলে, তিনি সেই পবিত্র তীর্থে স্নান করে তাঁর মৃগ-শরীর পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবন, হরিদ্বার, প্রয়াগ এবং জগন্নাথপুরী আদি তীর্থস্থানগুলি বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের স্থান। তাদের মধ্যে বৃন্দাবন সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাবার প্রয়াসী কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে এই পবিত্র স্থানটি অত্যন্ত প্রিয়। বৃন্দাবনে বহু ভক্ত রয়েছেন যাঁরা নিয়মিতভাবে যমুনায় স্নান করেন

এবং তার ফলে তাঁরা সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। নিরন্তর ভগবানের নাম এবং লীলা শ্রবণ ও কীর্তনের ফলে, পবিত্র হয়ে মুক্তি লাভের যোগ্য হওয়া যায়। কিন্তু, কেউ যদি জেনেশুনে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির শিকার হয়, তাহলে তাকে অন্ততপক্ষে একবার ভরত মহারাজের মতো দণ্ডভোগ করতে হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'ভরত মহারাজের চরিত্রকথা' নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।